শরৎচন্দ্রের
জন্ম শত
বর্ষে
সব্যসাচী

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে

"...তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেছ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্তবীণাতে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত করে তুলছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-প্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিশিখা দীর্ঘ আয়ু সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে— এই কথা জেনে আমার কর্মজীবনের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।"

—রবীন্দ্রনাথ

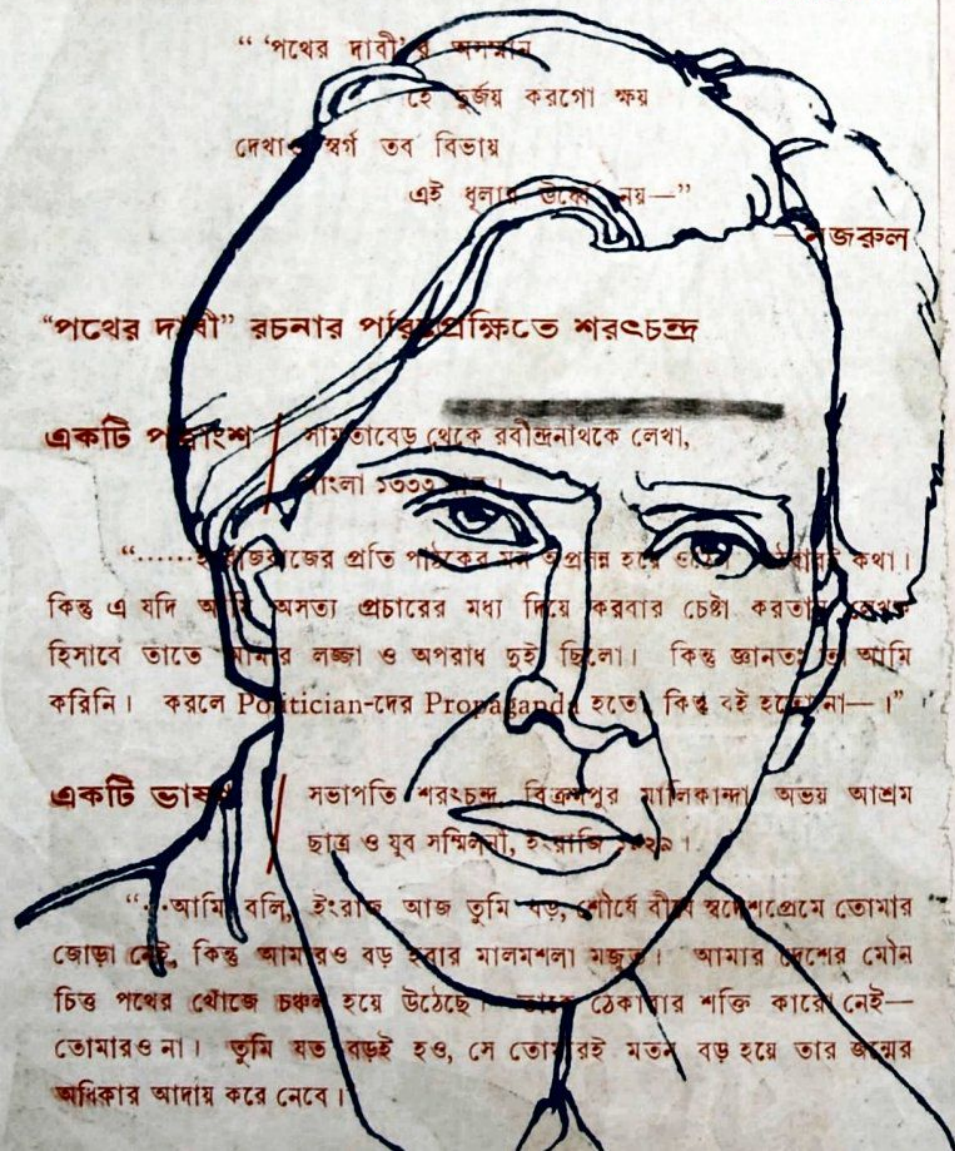

" 'পথের দাবী'র অসম্মান
হে দুর্জয় করগো ক্ষয়
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
এই ধূলায় উর্ধ্বে নয়—"

—নজরুল

"পথের দাবী" রচনার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র

একটি পত্রাংশ / সামতাবেড় থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা, বাংলা ১৩৩৩ সাল।

"......ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, এইমাত্র কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই ছিলো। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হতো, কিন্তু বই হতো না—।"

একটি ভাষণ / সভাপতি শরৎচন্দ্র বিক্রমপুর মালিকান্দা অভয় আশ্রম ছাত্র ও যুব সম্মিলনী, ইংরাজি ১৯২৯।

"...আমি বলি, ইংরাজ আজ তুমি বড়, শৌর্যে বীর্যে স্বদেশপ্রেমে তোমার জোড়া নেই, কিন্তু আমারও বড় হবার মালমশলা মজুত। আমার দেশের মৌন চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাকে ঠেকাবার শক্তি কারো নেই— তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মতন বড় হয়ে তার জন্মের অধিকার আদায় করে নেবে।"

শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী (পথের দাবী)

প্রযোজনা : **ঊষা ফিল্মস**
চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **পীযূষ বসু**
সংগীত পরিচালনা : **উত্তমকুমার**

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সোসালিষ্ট রিপাবলিক অব দি ইউনিয়ন অব বর্মা ॥ ফেডারল রিপাবলিক অব জার্মানী ॥ কনস্যুল্যাট অব দি রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া ॥ কমিশনার্স ফর দি পোর্ট অব ক্যালকাটা ॥ শ্রী আর, এন, ঘোষাল ও পোর্টের কর্মিবৃন্দ ॥ দি শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ ॥ আশুতোষ দাঁ (বন্দুক বিক্রেতা) ॥ ক্যাপ্টেন আর এন দেওয়ান, মাষ্টার এম, ভি, আন্দামান ॥ শ্রীনীহার ভট্টাচার্য ॥ অনুপকুমার ॥ মিসেস্ অশোকা রায় ॥

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প নির্দেশনা : সূর্য চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী ॥ কার্যাধ্যক্ষ : কৈলাস বাগচী ॥ গীতরচনা : পুলক ব্যানার্জী ॥ সুর : নিদান ব্যানার্জী ॥ কণ্ঠসংগীতে : শিপ্রা বসু ॥ নৃত্য পরিচালনা : পাশ্চাত্য : বব্ দাস, প্রাচ্য : বীণা রায় ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন ॥ নিবেদন : অসীম সরকার।

॥ রূপায়ণে ॥

উত্তমকুমার ॥ সুপ্রিয়া দেবী ॥ অনিল চ্যাটার্জী ॥ বিকাশ রায় ॥ তরুণকুমার ॥ কিরণ লাহিড়ী ॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥ হারাধন ব্যানার্জী ॥ জয়শ্রী রায় ॥ সুলতা চৌধুরী ॥ অমরনাথ মুখার্জী ॥ তরুণ রায় ॥ মণ্টু ব্যানার্জী ॥ রবীন ব্যানার্জী ॥ সত্য ব্যানার্জী ॥ সুজাতা দত্ত ॥ বীণা রায় ॥ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ॥ পরিতোষ রায় ॥ জয়ন্ত বসু ॥ তরুণ মিত্র ॥ প্রশান্ত চ্যাটার্জী ॥ রসরাজ চক্রবর্তী ॥ শম্ভু ভট্টাচার্য ॥ অতি দাস ॥ কামু মুখার্জী ॥ ননী গাঙ্গুলী ॥

॥ সহকারী ॥ পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী, জয়ন্ত বসু, সুজয় দত্ত ॥ চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য ॥ সম্পাদনায় : সুনীত সাহা ॥ শিল্প নির্দেশনায় : রামনিবাস ভট্টাচার্য ॥ রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী, বটু গাঙ্গুলী, নৃপেন চ্যাটার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : যতীন মুখার্জী ॥ সংগীত-গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী, গোপাল ঘোষ, ভোলা সরকার, রবীন চৌধুরী ॥ পরিবেশনা : ছায়াবাণী (প্রাঃ) লিঃ ॥ প্রচারে :

"পথের দাবী। তার মানে ?
আমরা সবাই পথিক, মানুষের মনুষ্যত্বের পথে
চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল
বাধা ভেঙে-চুরে চলবো।"

"জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা
পথের দাবীর পথ পাবো কোথায় ?"

"পথের দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের তৈল নয় – এ আমার
পথ চলার অধিকারের জোরে।"

সব্যসাচী-র পথের দাবী

"শুধু বাঙলা,····শুধু মাতৃভাষা ! পৃথিবীর প্রায় সকল
ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্র দলে বিকশিত এমন
মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই। আমি অনেক সময় ভাবি,
এমন অমৃত এদেশে কবে কে এনেছিলো ?"

"তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটি পথ মাত্র খোলা আছে–
এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।"

"আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই, –
পাপ-পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ভারতের স্বাধীনতাই
আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। সেই আমার
ভাল, সেই আমার মন্দ, – এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার
কোথাও কিছু নেই।"

"এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম জানো ?
এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের
চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়।
ভেবেছ কখনো একথা ? দেখেছ কখনো বুকের
মধ্যে মায়ের মূর্তি ?"

"মেয়েদের 'পরে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা
নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হলো না, কিন্তু পার যদি
আমার হয়ে এই কথাটা তাদের জানিয়ে দিও।"

"সাপ বিলাত থেকে আসেনি– তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা
অপরাধে কামড়ায় না।"

"রাজনৈতিক বিপ্লব নয়, – সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ
খুলে সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু
সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ,
সংস্কার সমস্ত ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক, কেবল এই
সত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও – এর চেয়ে ভারতের
বড় শত্রু আর নেই।"

"···মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না।··· তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমার জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপ[illegible] অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! [illegible] নমস্কার!"

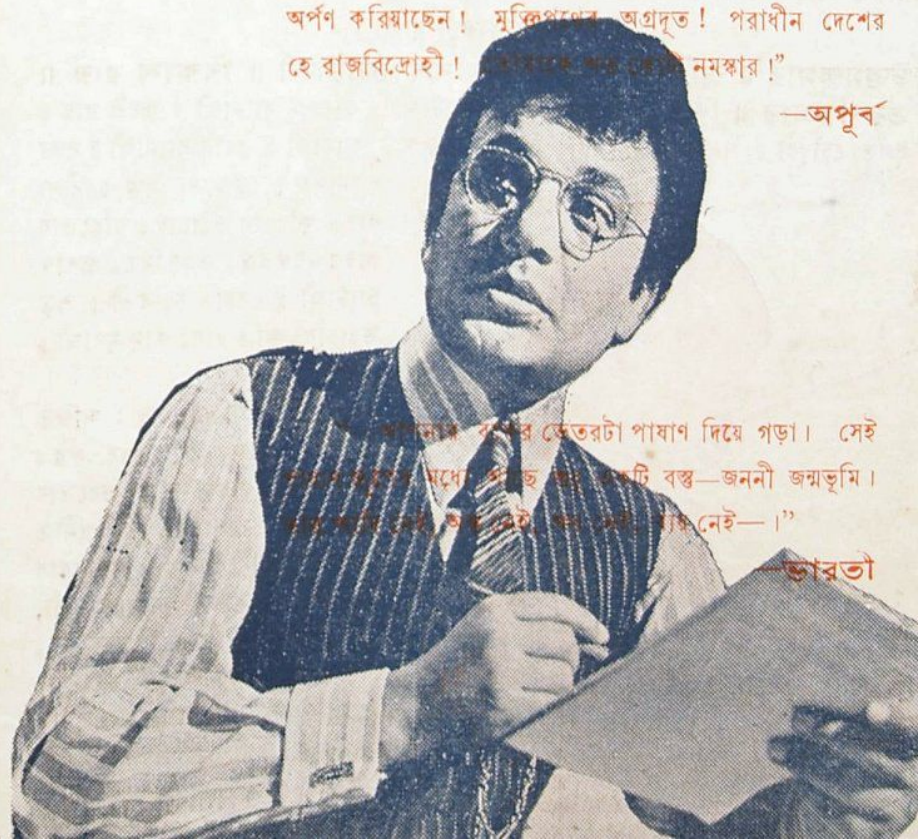

—অপূর্ব

"[illegible] ভেতরটা পাষাণ দিয়ে গড়া। সেই [illegible] বস্তু—জননী জন্মভূমি। [illegible] নেই— ।"

—ভারতী

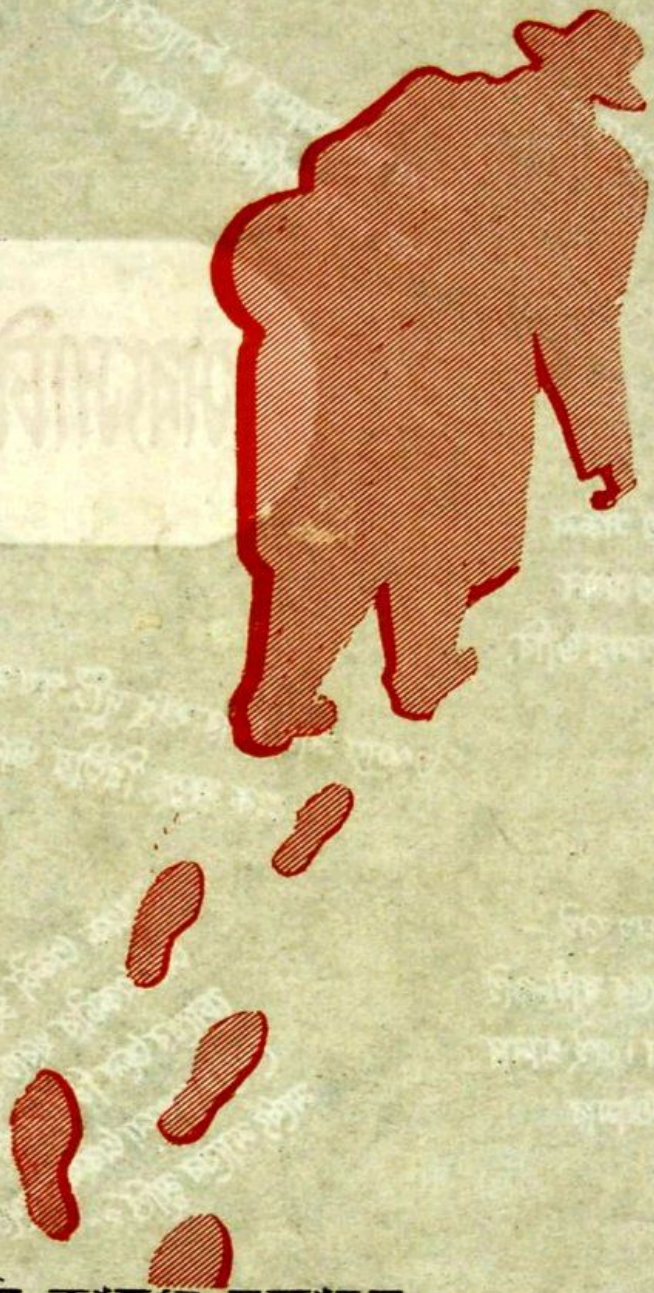

"তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!"

শ্রীপঞ্চানন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। দি ইষ্টার্ণপ্রিন্টিং হাউস,
৯নং লেনিন সরণী, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত।